বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে ইতিহাসের কোনো না কোনো উপাদানে হাত রাখা। আগামী দিনে যারা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হবেন, তাদেরকে অপরিহার্যভাবে কমপিউটার জগৎ-এর পাতায় চোখ রাখতে হবে। কারণ, কমপিউটার জগৎই সম্ভবত একমাত্র দলিল, যেখানে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ধারাবাহিক উত্থান-পতনের ইতিহাস গ্রথিত আছে। কখন কোন পক্ষ তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট কোন দাবি তুলেছে, কোন পরামর্শ রেখেছে, সংশ্লিষ্টজনের এসব দাবি বা প্রস্তাবে সাড়া দিতে কে বা কারা কতটুকু সচেতনতা বা সীমাহীন অবহেলা প্রদর্শন করেছেন, কখন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির নতুন সূচনা বা উত্তরণ ঘটেছে, কখন কোন আন্দোলনের কীভাবে সূচনা ঘটল, কখন কোন আন্দোলন গতি পেল, আবার কখন কোন আন্দোলনের গতি শ্লথ হলো, তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কারা কোন কোন ক্ষেত্রে কী প্রয়াস চালিয়েছেন, তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা কী মাত্রায় ঘটেছে, দায়িত্বশীলদের মধ্যে কে ছিলেন কতটুকু সচেতন বা অসচেতন– ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এক কথায় বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পূর্বাপর জানার নির্ভরযোগ্য দলিল এই কমপিউটার জগৎ। সে জন্যই সহজবোধ্য কারণে দাবি তোলা যায়– 'কমপিউটার জগৎ একটি ইতিহাসেরও নাম'।

রেকর্ড গড়ার কমপিউটার জগৎ

এই ২৫ বছর কমপিউটার জগৎ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অজান্তেই অনেক গৌরবদীপ্ত রেকর্ড গড়ে বসে আছি– কমপিউটার জগৎ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি মাসিক। কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের, এমনকি বিশ্বের একমাত্র বাংলা তথ্যপ্রযুক্তি মাসিক, যা সুদীর্ঘ ২৫ বছর নিয়মিতভাবে এর প্রকাশনা অব্যাহত রেখে প্রতি মাসে প্রতিটি সংখ্যা এর পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রযুক্তি-মাসিক, যেটি পুরো ২৫ বছরে এর প্রচারসংখ্যা বরাবর শীর্ষে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯১ সালে কমপিউটার জগৎ-এর সূচনা সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশে জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দেয়ার আন্দোলনের সূচনা করে কমপিউটার জগৎ। কমপিউটার জগৎই প্রথম দাবি তোলে কমপিউটারের দাম কমানোর। শুরুর দিকে আমরাই সবার আগে দাবি তুলি শুল্কমুক্ত কমপিউটারের। ১৯৯২ সালের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনামের মাধ্যমে আমরাই প্রথম দাবি তুলি– 'কমপিউটারে বাংলা ব্যবহার, সব স্তরে আদর্শ মান চাই'। আমরাই প্রথম ডাটা এন্ট্রির অফুরান সম্ভাবনার কথা দেশবাসীকে জানাই অক্টোবর, ১৯৯১ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ২১ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে কমপিউটার পরিচিতির কর্মসূচি প্রথম চালু করে কমপিউটার জগৎ। ১৯৯২ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমরা আয়োজন করি দেশের প্রথম কমপিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। ১৯৯২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আয়োজন করি দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। আয়োজন করি বৈশাখী মেলায় দেশের প্রথম কমপিউটার প্রদর্শনীর। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি সংখ্যা থেকে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিয়োজিতদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে ও তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে বর্ষসেরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব ও পুরস্কার দেয়ার প্রচলন আমরাই এ দেশে সর্বপ্রথম চালু করি। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে এক সংবাদ সম্মেলন করে আমরাই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে জানাই– সরকারের অবহেলার কারণে প্রায় বিনামূল্যের ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, আর কার্যত ঘটেও তাই। ১৯৯৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলন করে কমপিউটার ব্যবহারে প্রতিভাধর শিশুদের জাতির সামনে উপস্থাপন করি। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে সেনাবাহিনীতে কমপিউটারের অপরিহার্যতা জাতির সামনে আমরাই তুলে ধরি। ১৯৯৬ সালের ২৫ জানুয়ারি কমপিউটার জগৎ আয়োজন করে দেশের প্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ। ১৯৯৬ সালের জুলাইয়ে ইন্টারনেট ভিলেজের দাবি আমরাই তুলি সবার আগে। কমপিউটার জগৎই সর্বপ্রথম সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের বাইরে অবস্থানরত এ দেশের কৃতী সন্তানদের সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করে। ২০০৩ সালের অক্টোবর সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরাই প্রথম জাতির সামনে 'নিজস্ব উপগ্রহ চাই' দাবি তুলে ধরি। কমপিউটার জগৎই বাংলাদেশের একমাত্র ম্যাগাজিন, যেটি ২০০৯ সালে সর্বপ্রথম ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করে। ওই বছরই কমপিউটার জগৎ শুরু করে এ দেশের প্রথম লাইভ ওয়েবকাস্ট। প্রচুরসংখ্যক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে মাতৃভাষা বাংলার কমপিউটার কোড এবং একটি আদর্শ কিবোর্ডের জোরালো দাবি আমরাই জানিয়ে আসছি বিগত সিকি শতাব্দী ধরে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা নিয়মিত প্রণোদনা ও দিকনির্দেশনামূলক লেখা প্রকাশ করে আসছি ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর। আমরাই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ডিজিটাল কারেন্সি 'বিটকয়েন' সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করি।

জুলাই ১৯৯৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে আমরাই প্রথম জাতির কাছে তুলে ধরি ই-কমার্সের অপরিহার্যতা। ২০১৩ সালের ৭-৯ ফেব্রুয়ারি কমপিউটার জগৎ ঢাকায় আয়োজন করে দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা। এছাড়া একই বছরের ৭-৯ সেপ্টেম্বর কমপিউটার জগৎ আইসিটি মন্ত্রণালয় ও লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহায়তায় দেশের বাইরে লন্ডনে প্রথম আয়োজন করে 'ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার'। ২০১৫ সালের নভেম্বরে আমরাই প্রথম জাতিকে অবহিত করি নীতিমালাহীনভাবে চলছে ই-বাণিজ্য এবং সেই সাথে ই-বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়নের দাবি তুলি।

আমাদের রেকর্ড গড়ার এই ফর্দ খুব বেশি সুদীর্ঘ না হলেও একেবারে কমও নয়। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস– আসছে দিনেও আমাদের থলিতে আসবে আরও গৌরবজনক নানা রেকর্ড।

ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যার প্রচ্ছদ

বাংলা কমপিউটিং ও কমপিউটার জগৎ

আমরা বারবার একটা দাবি উচ্চারণ করে আসছি– 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। আর এটিই ছিল আমাদের মৌলদাবি। বলা যায় প্রথম ও শেষ দাবি। শুরু থেকে ▸